ইমিগ্রেশনের নতুন আইন

২০০২ সালে কানাডা ২৩৫০০০ ইমিগ্রেন্টকে বসবাসের সুযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্যি, বাংলাদেশ এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি ... লিখেছেন জসিম মল্লিক

কানাডা সরকার সে দেশের ইমিগ্রেশন আইনের ব্যাপক পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং সংযোজন করতে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ নতুন এই প্রবিধান চলতি বছরেই ইমিগ্রেশন আইন হিসেবে গণ্য হবে। তখন এটি Bill-C-11 নামে পরিচিত হবে। কানাডার নাগরিকত্ব এবং অভিবাসন বিষয়ক মন্ত্রী ইলিনর ক্যাপলান গত ৮ ফেব্রুয়ারি এ বিষয়ক একটি বিল হাউজ অব কমন্স-এ উত্থাপন করেছেন। বিলটি উত্থাপনকালে তিনি বলেন, 'আমাদের এই ইমিগ্রেশন কার্যক্রমের সফলতা কেবল কাগজে-কলমে নয় বরং তা সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত পরিশ্রমী ও দক্ষ মানুষের মিলনমেলা হয়ে উঠবে এবং এসবের প্রভাবে আমাদের অর্থনীতি, সমাজ এবং সংস্কৃতি দৃঢ় ভিত্তি নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।'

ঐ বিলের উপস্থাপনায় তিনি আরো বলেন যে, 'দেশের জনসংখ্যার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে সরকার প্রতি বছর দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় শতকরা একভাগ ইমিগ্রেন্ট বৃদ্ধির মাধ্যমে কার্যক্রমকে আরো সমৃদ্ধ করবে।'

কানাডা ইমিগ্রেন্টদের দ্বারা নির্মিত একটি সুসভ্য দেশ। বিশ্বের সবার জন্য উন্মুক্ত এই সুবিশাল বাতাবরণে কানাডা সরকার ২০০০ সালে ২,২৬,৮৩৭ জন ইমিগ্রেন্টকে সেদেশে বসবাস করার সুযোগ করে দিয়েছে। গত বছরে ইমিগ্রেন্ট গ্রহণের সীমা ছিল ২,০০,০০০ থেকে ২,২৫,০০০ জন। ২০০১ সালেও একই পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে ২০০২ সালে সেটার পরিমাণ ২,৩৫,০০০ জনে গিয়ে পৌঁছবে।

আসন্ন ইমিগ্রেশন আইনে ডিপেন্ডেন্টদের বয়সসীমা ১৯ থেকে বাড়িয়ে ২২ করা হচ্ছে। স্পন্সর করার বয়স ১৯ থেকে কমিয়ে ১৮ করা হচ্ছে। তাছাড়া স্পন্সর-এর পূর্বের মেয়াদ দশ বছরকে কমিয়ে তিন বছর করা হচ্ছে

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশ এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি। কানাডা সরকারের প্রকাশিত তথ্য বুলেটিনে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ কানাডায় জনশক্তি রপ্তানিতে 'প্রথম দেশের' মধ্যেও নেই। প্রাপ্ত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, কানাডা সরকার ২০০০ সালে (১) চীন থেকে ৩৬,৬৬৪ জন, (২) ভারত থেকে ২৬,০০৪

জন, (৩) পাকিস্তান থেকে ১৪,১৬৩ জন, (৪) ফিলিপাইন থেকে ১০,০৬৩ জন, (৫) দক্ষিণ কোরিয়া থেকে ৭,৬০২ জন, (৬) শ্রীলংকা থেকে ৫,৮৩২ জন, (৭) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৫,৮০৬ জন, (৮) ইরান থেকে ৫,৫৯৮ জন, (৯) যুগোস্লাভিয়া থেকে ৪,৬৯৯ জন, (১০) যুক্তরাজ্য থেকে ৪,৬৪৪ জন ইমিগ্রেন্টকে যথাযথ আইন ও আবেদনের মাধ্যমে গ্রহণ করে। পূর্ববর্তী বছরগুলোতেও উপরোক্ত দেশগুলো জনশক্তি রপ্তানিতে শীর্ষেই ছিল। কেবল বাংলাদেশের মানুষ পিছিয়ে যাচ্ছেন।

ঢাকার সাউথ ইস্ট ইন্টারন্যাশনালের চেয়ারম্যান শাহ জহির আহমেদ এবং সলিসিটর ইয়ান অং জানান, আইন মেনে আবেদন করলে বাংলাদেশের মানুষের জন্য কানাডার অভিবাসন এবং কর্মসংস্থান কোনো সমস্যাই নয়। অথচ ব্যাপক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র নিয়ম, জ্ঞানের অভাব, দায়িত্ব ও কর্তব্যে অনীহা এবং দেশপ্রেমের অভাবে প্রতি বছর ইমিগ্রেশনসহ জনশক্তি রপ্তানির এই বিপুল সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। কিছু কিছু সচেতন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে এগিয়ে এলেও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের হার হতাশাব্যঞ্জক। অবশ্য এ বিষয়ে সরকারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা রহস্যময় রয়ে গেছে।

বিগত ২০০০ সালে কানাডা সরকার ১,১৮,৩০৭ জন দক্ষ কর্মী এবং ব্যবসায় শ্রেণীতে ১৩,৬৪৫ জনকে ইমিগ্রেট হিসেবে গ্রহণ করেছে। অথচ বাংলাদেশের উদ্বৃত্ত দক্ষ জনশক্তি দিয়ে কানাডার সিংহভাগ চাহিদা মেটানো যায়। এতে বাংলাদেশে অর্থনীতি যেমন সুদৃঢ় হবে ঠিক তেমনিভাবে কানাডার সাথে বাংলাদেশের দ্বি-পক্ষীয় সম্পর্কেরও ব্যাপক উন্নতি হবে। কানাডা সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি বছরে ১,১৩,৩০০ জন দক্ষ কর্মী এবং ১৬,০০০ জন ব্যবসায়ী শ্রেণীর ইমিগ্রেন্ট কানাডায় অভিবাসনের সুযোগ পাবেন। ২০০২ সালে ১,১৮,৫০০ জন দক্ষ কর্মী এবং ১৬,৭০০ জন ব্যবসায় শ্রেণীর ইমিগ্রেন্টকে কানাডায় অভিবাসন পাবার সুযোগ দেয়া হবে। যারা বাংলাদেশের নাগরিক এবং কানাডায় বৈধ পথে অভিবাসন নিতে চান তাদের জন্য আবেদন করার এখনই উপযুক্ত সময়। কারণ, ইমিগ্রেশন আইনে পরিবর্তন আসার ফলে অনেকের জন্য তা কঠিন হয়ে যেতে পারে। তবে আসন্ন পরিবর্তনে কিছু সমস্যাও যেমন আছে ঠিক তেমনি সুযোগও আছে। তবে সে সুযোগগুলো নতুন আবেদনকারীদের সবার বেলায় প্রযোজ্য নয়।

আসন্ন ইমিগ্রেশন আইনে ডিপেন্ডেন্টদের বয়সসীমা ১৯ থেকে বাড়িয়ে ২২ করা হচ্ছে। স্পন্সর করার বয়স ১৯ থেকে কমিয়ে ১৮ করা হচ্ছে। তাছাড়া স্পন্সর-এর পূর্বের মেয়াদ দশ বছরকে কমিয়ে তিন বছর করা হচ্ছে। তবে নির্ভরশীল সন্তানদের ক্ষেত্রে পূর্বেকার নিয়ম প্রযোজ্য থাকবে। পূর্বে ১৯ বছর বা এর অধিক সবার জন্য কানাডা প্রবেশের ফি দিতে হতো কিন্তু আসন্ন আইনে সেটা ২২ বছর করা হচ্ছে।

তাছাড়া বর্তমানে শিক্ষার পয়েন্ট হচ্ছে ১৬ কিন্তু আসন্ন আইনে তা ২৫ হবে। অর্থাৎ ডক্টরেট বা মাস্টার্সের জন্য ২৫, স্নাতক সম্মানের জন্য ২০, তিন বছর মেয়াদি পূর্ণকালীন ডিপ্লোমা এবং প্রশিক্ষণের জন্য ২০, দুই বছর সম্মান পূর্ণকালীন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ডিপ্লোমার জন্য ১০, মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস হলে ৫ পয়েন্ট রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

অভিজ্ঞতার বেলায়ও বেশ পরিবর্তন এসেছে। অভিজ্ঞতার সর্বোচ্চ পয়েন্টে ২৫ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মধ্যে এক বছরের সাম্প্রতিক কর্ম অভিজ্ঞতার জন্য ১০, দুই বছরের জন্য ১৫, তিন বছরের জন্য ২০, এবং চার বছরের জন্য ২৫ পয়েন্ট রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। ব্যক্তিগত গ্রহণযোগ্যতার মান নির্ধারণে বর্তমানের ১০ পয়েন্ট ঠিক থাকলেও এর অনেক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন আসছে। তাছাড়া, ভাষার ক্ষেত্রেও পয়েন্টের ব্যাপক পরিবর্তন আসছে। ভাষার জন্য আসন্ন আইনে ২০ পয়েন্ট নির্ধারণ করা হচ্ছে। বর্তমানে এর জন্য ১৬ পয়েন্ট বরাদ্দ আছে। ইংরেজিতে পূর্ণ দক্ষতার জন্য ১৬ পয়েন্ট, অল্প বা দক্ষতা না থাকলে কোনো পয়েন্ট পাবে না।

Informal job offer-এ ১০ পয়েন্ট আসন্ন আইনে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এটা পূর্বে ছিল না। যাহোক আসন্ন পরিবর্তনে বাংলাদেশের মানুষ যাতে সমস্যায় না পড়েন তার জন্য জরুরি ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সবার সম্মিলিত প্রয়াস অত্যাবশ্যক। সহজ পথ হচ্ছে বর্তমানে প্রচলিত আইনে এখনই আবেদন করা, যাতে আসন্ন আইনের বাইরে থাকা যায়।

বাংলাদেশের মানুষ যারা কানাডায় যেতে চান তাদের উচিত হচ্ছে নিয়ম মেনে যথাযথ প্রক্রিয়ায় আইনজ্ঞের মাধ্যমে আবেদন করা। সম্পূর্ণ ঝুঁকিমুক্ত এবং ভিসা প্রদানসাপেক্ষে ফ্রি প্রদানের মাধ্যমে প্রচুর আবেদনকারী যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এরই মধ্যে কানাডায় এসেছেন সেটির নাম সাউথ ইস্ট ইন্টারন্যাশনাল। এদের ইমিগ্রেশন সেবা এবং কানাডায় আবেদনকারীকে পুনর্বাসন করে এরা সম্মানজনক সুনাম অর্জন করেছে। ১০/২৮. তাজমহল রোড, (৫ম তলা) মোহাম্মদপুর, ঢাকা—এদের বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয়। ৯১২৯৬৬৬ নম্বরে ফোন করে সহজে অনেক কিছুই জানা যাবে। ফি সেমিনারেও অংশ নেয়া যায়। এছাড়াও বনানীর সিএম ইন্টারন্যাশনাল এবং ধানমন্ডির মিয়া ইমিগ্রেশনে যোগাযোগ করতে পারেন।

নতন আইনের বিশেষ দিক

- পেশাভিত্তিক নির্বাচনের চেয়ে কর্ম অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে যাচাই করা হবে।
- বর্তমান আইন বলে পূর্ণ দক্ষতা না থাকলেও কানাডা সরকার কতক নির্ধারিত কাজে যাওয়া যেতো, কিন্তু আসন্ন আইনে কর্মীকে এক বা একাধিক পেশায় দক্ষ হতে হবে;
- বর্তমান আইনে শিক্ষার সাথে দক্ষতাকে স্বল্প সংশ্লিষ্টতায় বিবেচিত হবে কিন্তু আসন্ন আইনে উচ্চ শিক্ষার আবশ্যকতার বিষয়টি বাধ্যতামূলকভাবে সংশিষ্ট করা হচ্ছে।
- বর্তমান আইনে কানাডায় কোনোভাবে চাকরি জোগাড় করতে পারলেই দশ পয়েন্ট দেয়া হয় কিন্তু আসন্ন আইনে অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে এ বিষয়ে কঠোর নীতির ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে।
- বর্তমান আইনে আবেদনকারী পূর্ণ পয়েন্ট পেলেই ইমিগেশন পেয়ে থাকেন কিন্তু আসন্ন আইনে পূর্ণ পয়েন্ট পাওয়া সত্ত্বেও ইমিগেশনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ইমিগেশন কর্মকর্তার স্বাধীন ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছে।
- প্রাথমিক পর্যায়ে কানাডায় পুনর্বাসনের জন্য পয়োজনীয় অর্থের প্রদর্শন ও এর প্রামাণ্য উপস্থাপনা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

চলতি বছরে ১,১৩,৩০০ জন দক্ষ কর্মী এবং ১৬,০০০ জন ব্যবসায়ী শ্রেণীর ইমিগ্রেন্ট কানাডায় অভিবাসনের সুযোগ পাবেন। ২০০২ সালে ১,১৮,৫০০ জন দক্ষ কর্মী এবং ১৬,৭০০ জন ব্যবসায় শ্রেণীর ইমিগ্রেন্টকে কানাডায় অভিবাসন পাবার সুযোগ দেয়া হবে। যারা বাংলাদেশের নাগরিক এবং কানাডায় বৈধ পথে অভিবাসন নিতে চান তাদের জন্য আবেদন করার এখনই উপযুক্ত সময়।